দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 24 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

24 JUN 1989

ভিকটোরিয়া কলেজে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করুন

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজটি কুমিল্লা জেলার প্রাণকেন্দ্রে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এর লেখাপড়ার মান, ফলাফল, প্রশাসনিক কাঠামো এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এলাকাবাসীর অনেক দিনের স্বপ্ন এবং দাবীর ফলেই বর্তমান সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী কলেজটিকে আজ হতে ২ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফলে এলাকার দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্তও এ ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

তাই আমাদের বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীদের আবেদন কলেজটিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং শিক্ষার উপকরণ সরবরাহের সাথে সাথে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করা হোক।

সন্তোষ চন্দ্র দেবনাথ
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ হল, ১০, পশ্চিম ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

১৯১৩ সালের কথা। মনীষী গোখেল এ দেশের শিশুদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিল উপস্থাপন করলেন বিদেশী শাসকদের কাছে। তিনি বিদেশী শাসকদের আবেগরুদ্ধ কন্ঠে বললেন, "প্রভু, এ দেশের হতভাগ্য জনসাধারণকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার একটি সুযোগ দিন। তাদের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য একটি হাতিয়ার দিন। শিক্ষা ব্যতীত তারা কেমন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অপুষ্টির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করবে। কেমন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে উন্নয়ন সাধন করবে।" বলা বাহুল্য অর্থের অনটনের দোহাই দিয়ে সেদিন বিজাতীয় শাসকরা ঐ বিলকে পাস হতে দেয়নি। স্বাধীন দেশের শাসকগোষ্ঠীও আর্থিক অনটনের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের শিক্ষালাভের অধিকারকে অস্বীকার করছেন।

এদেশের দেশপ্রেমিকরা 'বিনা কর'-এ গাড়ী আমদানী করে। বিদেশী প্রভুদের খুশী করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ফোয়ারা নির্মাণ করে, বার বার রাস্তার ভোল বদলিয়ে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দেয়, কিন্তু জনগণের জন্মগত অধিকার প্রদানের জন্য তার অর্ধেক ব্যয় করতেও কুন্ঠবোধ করে। বাংলাদেশে ১০০ মিলিয়ন মানুষের জন্য যেখানে মাত্র সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে শ্রীলঙ্কায় ১৩ মিলিয়ন মানুষের জন্য রয়েছে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। এদেশের জনগণকে অশিক্ষিত রাখলে, এক শ্রেণীর লুটেরাদের খুব সুবিধা হবে তাদেরকে বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করে, তাদের সন্তানদের পিষ্ট করে, তাদের শোষণ করে অবৈধ শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে।

জানি না এই দেশপ্রেমিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের আত্মত্যাগকারী লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধার আত্মা হাসছে না কাঁদছে।

ফাইয়াজ উদ্দীন,
কলাবাগান, ঢাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে রামগড় ডিগ্রী কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এখানে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এখানকার অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূল আবর্তে পড়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবীরা সর্বদা একটা শংকা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। অন্যদিকে বেতন বৈষম্য এদেরকে করে রেখেছে উদ্দীপনাহীন। পার্বত্য এলাকার অন্যান্য চাকরিজীবী যেখানে পাহাড়ীভাতা পায় মূল বেতনের ৩০% সেখানে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবীরা পায় ১৭%।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রইলো--রামগড় ডিগ্রী কলেজকে সরকারীকরণ করা হোক না হয় বিশেষ মঞ্জুরির মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করা হোক।

আবু আহমেদ,
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ,
রামগড় ডিগ্রী কলেজ, রামগড়,
খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা।

প্রসংগ-এম, সি, কিউ পদ্ধতি

এম, সি, কিউ পদ্ধতিতে গত জানুয়ারী ('৮৯) মাসে বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রী বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। নব্য প্রবর্তিত এই পদ্ধতির সমালোচনায় দৈনিক 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে গত ১৮ই মে ('৮৯ ইং) প্রকাশিত 'এম, সি, কিউ প্রশংসিত কিন্তু--শীর্ষক শিরোনামের চিঠিতে যে গঠনমূলক সমালোচনা ও যুক্তিযুক্ত সুপারিশ পেশ করা হয়েছে তার উপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু পত্রলেখক ভিন্ন সেট বলতে যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তা প্রশ্নাতীত নয়। কারণ, প্রশ্নের ধারা অপরিবর্তিত রেখে যদি সেট ভিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করা হয়, তবে এক্ষেত্রেও সঠিক মেধা যাচাই করা কি সম্ভব?

এ প্রসংগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ করা যায় যেখানে একই ভর্তি পরীক্ষার জন্য ৭/৮ সেট প্রশ্ন প্রদান করা হয় যা আমার মতে গ্রহণযোগ্য নীতি হতে পারে না। কারণ, একই পরীক্ষায় একজন ছাত্র হয়ত 'ক' সেটের ৫০% প্রশ্ন পারছে না, কিন্তু সেই একই ছাত্র দেখা গেল 'খ' সেটের সকল প্রশ্নের উত্তর করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে মেধাস্কোরে 'খ' সেটের পরীক্ষার্থীকে 'ক' সেটের পরীক্ষার্থীর সাথে কিভাবে তুলনা করা হবে সেটাই প্রশ্ন।

সুতরাং, আমার মতামত হচ্ছে সেট ভিন্ন হোক ভাল, কিন্তু প্রশ্ন যেন সকল সেটে একই থাকে, উলট পালট হবে শুধু প্রশ্নের ধারাবাহিক নাম্বারের, সে যত ভাবেই সম্ভব। এবং একমাত্র এম, সি, কিউ পদ্ধতিতেই এই ধারায় প্রশ্ন করে যথাযথ সুফল আশা করা সম্ভব। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন কি?

এম, ফয়সাল
১১/১০ ইকবাল রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।